Department of Patents, Industrial Designs and Trade Marks

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

THE
GEOGRAPHICAL INDICATION
(GI)

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

ডকেট নং-	তাং-
(ক)	পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ)	পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ)	পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ)	পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ)	পরিচালক (জি আই)
(চ)	সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ)	উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)

মহাপরিচালক ৮/২/২৪

JOURNAL

February, 2024

GI Journal No. 28

Published on :

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি সহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জি.আই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি.আই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনেরপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদন পত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিতকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ঙ) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ, এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালক সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৪৯
আবেদনের তারিখ: ২৯-০৮-২০২৩ খ্রিঃ

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য **"নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা"** যা শ্রেণি ৩১ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশকের নাম ঃ "নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা"

শ্রেণি ঃ ৩১

ক) আবেদনকারীর নাম ঃ জেলা প্রশাসক, নরসিংদী

খ) ঠিকানা ঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নরসিংদী

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকার ঃ এক প্রকার তাজা ফল।

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ "নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা" এর স্পেসিফিকেশন নিম্নরূপ-

১) নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা একটি স্থানীয় জাতের কলা।

২) গাছের গড় জীবনকাল প্রায় ৩৫০ দিন।

৩) ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : পাকা কলার রং হলুদ। শাঁস বীজ শূন্য, মোলায়েম, সুগন্ধযুক্ত ও মিষ্টি।

৪) প্রতি কাঁদিতে ৬০-৯০ টি কলা ধরে। কাঁদির ওজন প্রায় ১৫ কেজি।

৫) জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ ২.০-২.৫ মিটার লম্বা। কান্ড নরম।

৬) শতক প্রতি ফলন : ৬০-৮০ কেজি।

৭) হেক্টর প্রতি ফলন : ১৫-২০ টন।

৮) উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে- দোআঁশ।

৯) উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর।

১০) বপনের উপযুক্ত সময় : চরম শীত ও বর্ষাকাল ছাড়া বছরের যে কোন সময় কলার চারা লাগানো যায় তবে চারা লাগানোর সবচেয়ে ভাল সময় হল বর্ষা শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাস। এ সময়ে লাগানো চারার ফলন সবচেয়ে বেশি হয়। এ ছাড়া মাঘ ও বৈশাখ মাসে চারা লাগানো যায়।

১১) ফসল তোলার সময় : রোপণের পরে ১১-১২ মাস।

(চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ

'নরসিংদীর ব্র্যান্ড' হিসেবে অমৃত সাগর কলার চাহিদা আকাশচুম্বী। রাষ্ট্রীয় অতিথিদের খাদ্য তালিকায় এর স্থান অবধারিত। নরসিংদী সদর, পলাশ, ঘোড়াশাল, রায়পুরা, শিবপুর ও মনোহরদী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় চাষ করা হয় এ কলা। অমৃত সাগর কলার সমকক্ষ কলা শুধু এ দেশে নয়, বিদেশেও বিরল। মাঝারি আকার ও হলুদ রঙের এ কলার স্বাদ ও গন্ধ অতুলনীয়। যারা একবার নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা খেয়েছে, তারা অন্য কোনো কলায় সেই স্বাদ পায়নি। বাইরে থেকে নরসিংদীতে মেহমান এলে প্রথমে যেটা দাবি করে সেটা হলো অমৃত সাগর কলা। তাই সবাই বাজারে বাজারে ঘুরে অমৃত সাগর কলা সংগ্রহ করে মেহমানদের আপ্যায়ন করেন।

স্বাদের বিবেচনায় নরসিংদীর এই দেশীয় জাতের সাগরকলার স্বাদ ও গন্ধ তুলনামূলক বেশি। এগুলোর খোসা ছাড়ালে চারপাশে অদ্ভূত সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। স্বাদের মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও অমৃত সাগরকলা আর নেপালী কলার বাহ্যিক সৌন্দর্য অনেকটা একই রকম। তবে দেশি সাগরকলার দিকে ভালো করে তাকালে দেখা যাবে, এই কলার মাথার অংশ কিছুটা চিকন, অপরদিকে নেপালী কলার মাথা অপেক্ষাকৃত মোটা। এছাড়াও দেশীয় সাগরকলার নিচের অংশ কিছুটা ধারালো থাকে, অপরদিকে নেপালী কলার নিচের অংশ কিছুটা ভোঁতা থাকে।

নরসিংদীর কয়েকটি উপজেলার চাষীরা বংশপরম্পরায় অমৃত সাগর কলা চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এই কলা চাষ শুধু তাদের জীবন ধারনের মাধ্যমই নয় বরং পূর্বপুরুষের স্মৃতি বহন ক রে। কলা চাষের প্রস্তুতি থেকে শুরু করে কলা বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ কৃষক নিজে করে থাকেন এবং শ্রমিকের সাহায্য নেন। সাইজ, স্বাদ, ঘ্রাণ ও বাকলের জন্য অমৃত সাগর কলা নেপালী সাগর কলা থেকে আলাদা। অমৃত সাগর কলা গাছের পাতার রং অন্য কলা পাতা থেকে বেশি গাঢ় হয়। কলাগাছে থোড় আসার ৩ মাস সময় কালের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কলার কাঁদি কাটার উপযুক্ত হয়। এক কাঁদিতে মিনিমাম ৪টি এবং ম্যাক্সিমাম ৭টি ছড়া পাওয়া যায়।

প্রথমে জমি চাষ করে নিয়ে পুই লাগাতে হয়। এরপর গুড়ি উঠিয়ে নিয়ে আবার লাগানো হয়। ৪-৬ ফুট দূরত্ব রেখে রেখে গাছ লাগানো হয় গাছের গুড়িতে সার, ফসফেট, লবণ, পানি আর শুকনো গোবর দেয়া হয়। নরসিংদীর সাগর কলা চিকন হয়ে বড় হয়, পাকলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। দেশি কলার বাকল পাতলা হয়। কলা গাছ ১০-১১ ফুট লম্বা হয়। ১ টা গাছে এক বার কলা হয়। তবে গাছ কাটার পর আবার বংশ বিস্তার করতে পারে। দেশি কলা গাছের পাতা গাঢ় সবুজ, লম্বা, চওড়া, বেশ বড়। গাছের শুকনো পাতা এবং অন্যান্য অংশ জ্বালানি কাজে ব্যবহৃত হয়।

এখানকার মাটির গুণগত মান ও জলবায়ুর প্রভাব অন্য এলাকায় নেই। নরসিংদীর চারটি উপজেলায় উৎপাদিত অমৃতসাগর কলার স্বাদ, গন্ধ, কলার সাইজ, রঙের ভিন্নতার সাথে স্থানীয় এলাকার আবহাওয়া, জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। নরসিংদীর সাগর কলা সাইজে ছোট এবং চিকন, পাকলে হলুদ, মিষ্টি স্বাদ এবং সুগন্ধযুক্ত, বাকল পাতলা হয়। পরিপক্ব এক পিস কলা ওজন হয় ১৫০ গ্রাম, লম্বা ৬-৮", প্রতি ছড়িতে ৫-৬ কাঁদি কলা হয়। প্রতি কাঁদিতে ১২-১৬টি কলা থাকে। ১২ মাসই কলা হয়, তবে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে বাম্পার ফলন হয়।

অমৃত সাগর কলা চাষে সার্বক্ষণিক সময় দিতে হয় না। মাসে একবার যত্ন নিলে এবং বিভিন্ন ধরনের জৈব সার প্রয়োগ করলে, অল্প শ্রমিকের সাহায্যে কলাবাগান থেকে স্বাচ্ছন্দ্যে আয় করা যায়। অন্যান্য সাগর কলা থেকে অমৃত সাগর কলার দাম তুলনামূলক বেশি। অত্র এলাকায় আনুমানিক ৩৮ শতাংশ লোক অমৃত সাগর কলা চাষের সাথে জড়িত। পুঁই বা চারা রোপনের ৭-৮ মাসের মধ্যে কলাগাছে থোর বা মোচা আসে। আর মোচা আসার ২-২.৫ মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কলা পাওয়া যায়। কোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের আবির্ভাব না হলে ৯৫ শতাংশ কলাই সমস্যা বর্জিত পূর্ণাঙ্গ কলা হিসেবে বাজারজাত করা যায়। কখনও পাইকাররা জমিতে এসে কলাবাগান পরিদর্শন করে পুরো জমির কলা কেনার জন্য অগ্রিম টাকা দিয়ে যায়। আবার কখনও কলা অপরিপক্ব থাকার সময়েই কলাবাগান এক সিজনের জন্য কিনে নেয়। কিনে নেয়ার পর থেকে বাগানের যত্ন থেকে শুরু করে সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকে সেই কলা ব্যবসায়ী।

কলা গাছের কোনো অংশই ফেলনা নয়, প্রতিটি অংশই কাজে লাগে। তাই যে কোনো বিপর্যয়ের সময় কলাবাগানে বাহ্যিক ক্ষয়ক্ষতি হলেও সেটা পুষিয়ে নেয়া যায়। যেমন-সবুজ কলাপাতা গরুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়, শুকনো বা মরা কলাপাতা জ্বালানী হিসেবে, কাঁচা কলা ভর্তা বা তরকারি হিসেবে, কলার মোচা তরকারি হিসেবে, কলার কাঁদি কেটে ফেলার পর পরিত্যাক্ত কলাগাছ ফেড়ে শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এসব কিছুই কিনতে আগ্রহী ক্রেতারও অভাব নেই। অমৃত সাগর কলার চাহিদাই সবচেয়ে বেশি। কারণ এর পুষ্টিগুণ ও স্বাদ অন্য সব কলা থেকে আলাদা।

(ছ) উৎপাদকের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদর, শিবপুর , পলাশ , মনোহরদী , রায়পুরা ও বেলাব এই ৬টি উপজেলার প্রত্যেকটিতেই অমৃত সাগর কলা চাষ করা হয়।

উৎপাদকের ভৌগোলিক এলাকার মানচিত্র ঃ

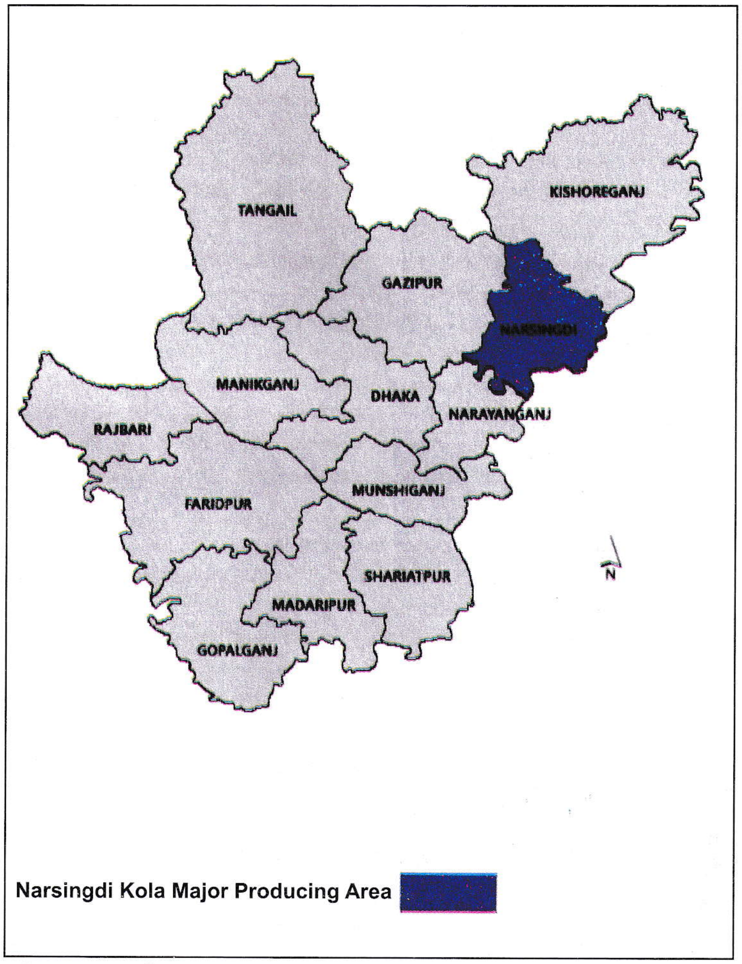

চিত্র ঃ নরসিংদীর অমৃত সাগর কলার উৎপাদন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান

(জ) নরসিংদী অমৃত সাগর কলার বাণিজ্যিক এলাকা ঃ

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সবগুলো বিভাগে নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা নিয়মিত চালান হয়। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপের দেশ ইতালী, ইংল্যান্ডেও রপ্তানি হয়।

(ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিল) ঃ

নরসিংদীর সাগরকলার সুখ্যাতি রয়েছে পাক-ভারত উপ-মহাদেশসহ ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত। বিশেষ করে নরসিংদীর অমৃত সাগর কলার নাম শোনেনি এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির ভূগোল বইয়ে নরসিংদীর সাগর কলার সুখ্যাতির কথা উল্লেখিত রয়েছে। নরসিংদী জেলায় উৎপাদিত অমৃত সাগর কলা রাজধানী ঢাকা ও ভারতীয় উপমহাদেশ ছাপিয়ে ইউরোপের বাজার পর্যন্ত ছুঁয়েছিল। স্বাদে, গন্ধে ভরপুর নরসিংদীর অমৃত সাগর কলার সাথে উপমহাদেশ তথা পৃথিবীর কোন দেশের কলার তুলনা মেলেনি।

নরসিংদী জেলার পলাশ, শিবপুর, মনোহরদী, বেলাব, রায়পুরা ও নরসিংদী সদর উপজেলার সকল এলাকায়ই অমৃত সাগর কলার চাষাবাদ হতো। প্রাপ্ত তথ্য মতে নরসিংদী জেলার ৬টি উপহেলার ১৭ হাজার একর জমিতে অমৃত সাগর কলা চাষাবাদ হতো। জেলার অমৃত সাগর কলা এত বেশী উৎপাদিত হতো যে, এই কলা নরসিংদী থেকে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে রপ্তানীর জন্য কলার গাড়ী নামে একটি ট্রেন পর্যন্ত চালু হয়েছিল। নরসিংদী জেলা শহরের রেলস্টেশনসহ ১০টি রেলস্টেশনের প্লাটফরমগুলোতে দুপুর থেকে জমা হতে থাকতো সাগর কলার টুকরি। প্রতিদিন নরসিংদী জেলার দৌলতকান্দী, শ্রীনিধি, মেথিকান্দা, খানাবাড়ি, আমীরগঞ্জ, নরসিংদী, জিনারদি, ঘোড়াশাল ইত্যাদি রেলস্টেশনে হাজার হাজার টুকরি কলা জমা হতো। ছোট বড় টুকরিতে সাজানো সাগর কলা স্টেশনে জমা হলে এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা ঘটত। সন্ধ্যার পর কলার গাড়ী এলেই প্রতিটি স্টেশন থেকে এই টুকরিগুলো গাড়ীতে উঠানো হতো। ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট রেললাইনে চলাচলকারী প্রতিটি ট্রেনেই কলার বগি থাকত। পাকা কলার টুকরি নিয়ে প্রতিদিন শত-শত হকার বিভিন্ন ট্রেনে নরসিংদীর কলা বিক্রি করত।

জনশ্রুতি রয়েছে মনোহরদীর সাগরদী গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে নরসিংদীর সাগরকলার নামে। শুধু তাই নয়, সাগরদী বাজারও সাগর কলার নামে নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও নরসিংদীতেও সাগরদী নামে একটি গ্রামের নাম রয়েছে। এছাড়া সড়ক ও নৌ পথেও প্রচুর সংখ্যক কলা দেশের বিভিন্ন স্থানের বিক্রি হতো। প্রবীণ জনেরা জানিয়েছেন ঢাকার নবাবরা নিজেরা অমৃত সাগর কলা খেতেন, তাঁদের আদিম বাসভূমি কাশ্মীরে প্রেরণ করতেন সাগর কলা। ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজ ভাইসরয়রা এসব অমৃত সাগর কলা দিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথিদেরকে আপ্যায়িত করতেন। সেই রেওয়াজ এখনও চালু রয়েছে। এখনও বঙ্গভবন, গণভবনসহ সকল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন সমূহে নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা দিয়ে অতিথিদেরকে আপ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

নরসিংদীর "রায়পুরায় ইতিহাস ও ঐতিহ্য" বই থেকে পাওয়া যায় "সুস্বাদু কলার জন্য নরসিংদী ও রায়পুরার খ্যাতি দেশজোড়া। সমগ্র রায়পুরার উঁচু জমিগুলোতে চাষ করা হতো নানা জাতের কলা। নরসিংদী রায়পুরায় কলার স্বাদ গ্রহণ করেছে মোঘল-বাংলা, ব্রিটিশ-বাংলা, ভারত-বাংলা, পাক-বাংলার অনেক নাম করা শাসক, প্রশাসক। ঢাকার নবাবদের প্রাত্যহিক খাবার তালিকায় নরসিংদী রায়পুরার কলা ছিল অত্যাবশকীয় ফল। জানা যায় নবাবরা মূলতঃ কাশ্মির বংশোদ্ভূত বলে তারা ফল বেশি ভালবাসত। নরসিংদী কলার স্বাদ, গন্ধ, রং ও আকার সুন্দর ছিল বলে প্রাত্যহিক খাবার তালিকায় নরসিংদীর কলাকে বেছে নিয়েছিল। এর আগে ঢাকায় নিযুক্ত ২৯ জন মুঘল সুবেদার, ৪৮ জন ইংরেজ লর্ড সহ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সকল শাসকদেরকেই নরসিংদীর কলা সরবরাহ করা হত। শুধু তাই নয় রাষ্ট্রীয় অতিথিদেরকেও নরসিংদীর কলা দিয়ে আপ্যায়ন করা হত। বিদেশী বণিকরা শখ করে নরসিংদীর কলা কিনে নিতেন।"

(ঞ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

জমি তৈরী ঃ বারবার চাষ দিয়ে জমি ভালভাবে তৈরী করে নিতে হয়। অমৃত সাগর কলার জন্য ২×২ মি. দূরত্বে কাঠি পুঁতে চারা রোপণের জায়গা চিহ্নিত করা হয়। কাঠিটিকে কেন্দ্র করে ৪৫×৪৫×৪৫ সে.মি গর্ত খুড়তে হয়। এ সময় গর্তের উপরের মাটি আলাদা রাখতে হবে। গর্তটি ১০-১৫ দিন উন্মুক্ত ফেলে রাখাই ভাল। প্রথমে জৈবসার উপরের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্তে ফেলতে হবে। এরপর মাটি দেয়ে গর্তটি সম্পূর্ণ ভরে ফেলতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে এর চেয়ে কম দূরত্বে (১.৫×১.৫মি.) বামন জাতগুলো রোপণ করা চলে।

চারা সংগ্রহ ও রোপণ ঃ

বেশী পুরানো বাগান হতে চারা সংগ্রহ না করা উত্তম। পুরানো বাগানের কন্দ উইভিল পোকাক্রান্ত হতে পারে। গর্তে সার প্রয়োগের পর চারা রোপণ করতে হয়। সোর্ড সাকার/তরবারি চারা রোপণ করাই উত্তম। প্রতি হেক্টরে ২×২ মিটার দূরত্বে ২৫০০টি, ১.৮×১.৮ মি. দূরত্বে ৩০৮৬টি ও ১.৫×১.৫মি. দূরত্বে ৪৪৪০টি সাকারের প্রয়োজন হয়।

রোপণ সময় ঃ

কলার চারা বছরে ৩ মৌসুমেই রোপণ করা যায়। মধ্য জানুয়ারী থেকে মধ্য মার্চ/মধ্য মার্চ থেকে মধ্য মে এবং মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য নভেম্বর।

সার প্রয়োগ ঃ

জমি তৈরির সময় গোবর প্রয়োগ করতে হয় হেক্টর প্রতি ১২ টন। পরবর্তীতে প্রতি কলা গাছে নিম্নরূপে সার ব্যবহার করতে হয়। গর্তে দেয় ১ম কিস্তি ২ মাস পর, ২য় কিস্তি ৪ মাস পর, ৩য় কিস্তি ৬ মাস পর-

গোবর-৬ কেজি

খৈল-৫০০ গ্রাম

ইউরিয়া-১২৫ গ্রাম

টিএসপি-২৫০ গ্রাম

এমওপি-১০০ গ্রাম

জিপসাম- ১০০ গ্রাম

জিংক সালফেট ১০ গ্রাম

বোরিক এসিড- ৫ গ্রাম

(ট) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

মাটি ও জলবায়ুর কারণে নরসিংদীর অমৃত সাগর কলার স্বাদ যে কেউ মুখে দিলে টের পায়। এ জাতের কলা চাষাবাদের জন্য যে ধরনের মাটি এবং পরিবেশ দরকার তা নরসিংদী ছাড়া আর কোথাও নেই। লালচে সমতল ও কিঞ্চিৎ উঁচু জমির ওপর কলা চাষ করা হয় বলে এক মিনিটের জন্যও পানি জমে না। কলাচাষিদের বংশপরম্পরায় শত শত বছরের অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগানো হচ্ছে, তারা কলা চাষের সবচেয়ে উপযোগী জৈব সার ব্যবহার করে থাকে।

(ঠ) ব্যবহারকাল ঃ

প্রাচীনকাল থেকেই উৎপাদিত এবং ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ভৌগোলিক নির্দেশকের ছবি ঃ

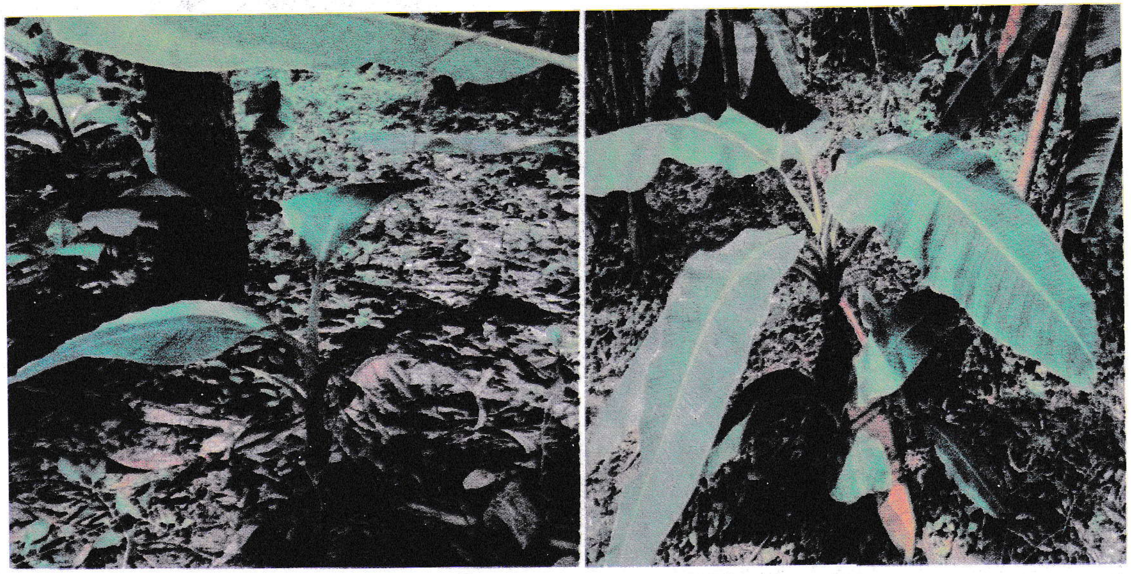

চিত্র ঃ চারা অবস্থায় নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা গাছ

চিত্র ঃ চারা অবস্থায় নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা গাছের বাগান

চিত্র ঃ বাগানে অমৃত সাগর কলা গাছে কলা ধরতে শুরু করছে

চিত্র ঃ অমৃত সাগর কলা গাছে কলার কাঁদি এবং কলার মোচা বা থোর দেখা যাচ্ছে

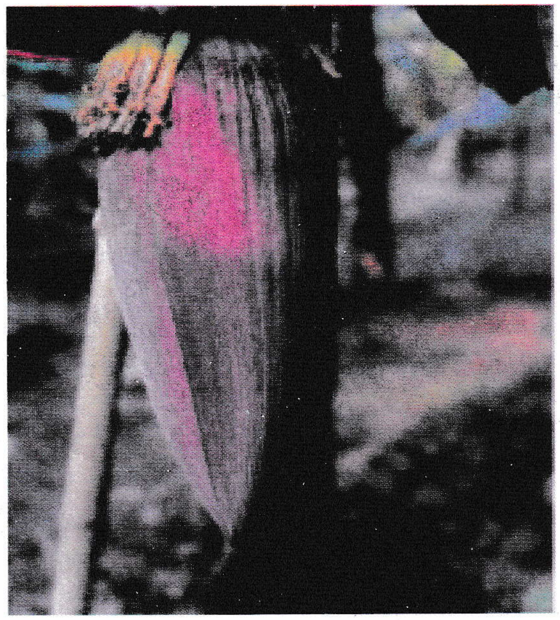

চিত্র ঃ অমৃত সাগর কলার মোচা বা থোর

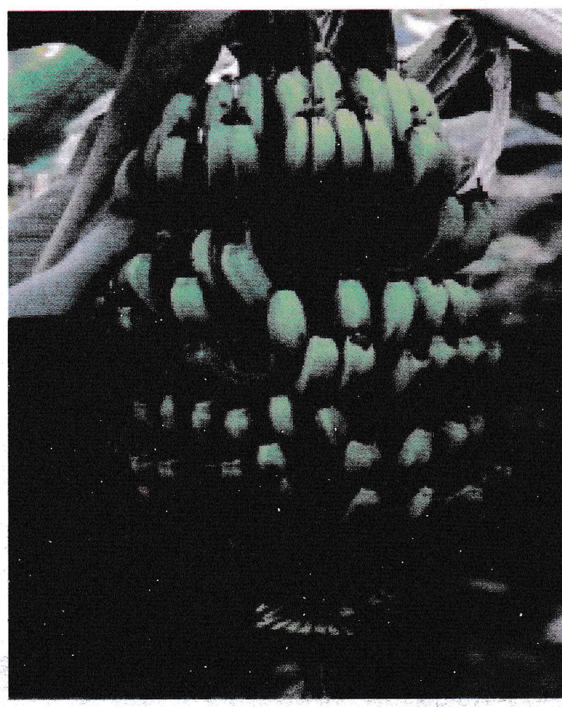

চিত্র ঃ গাছে থাকা অবস্থায় কাঁচা অমৃত সাগর কলার কাঁদি

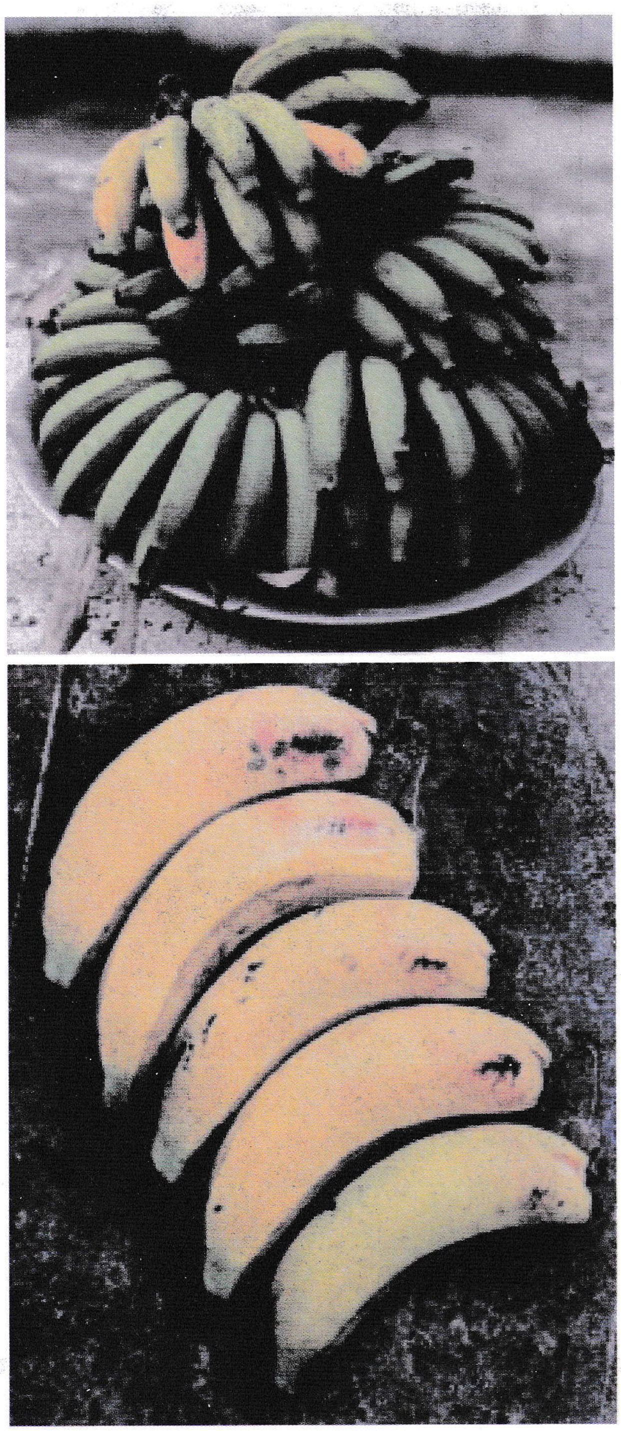

চিত্র ঃ গাছ থেকে পারার পর কাঁচা পাকা অমৃত সাগর কলার কাঁদি

নরসিংদী জেলার বিখ্যাত ফল_অমৃত সাগর কলা চাষীর তালিকা ঃ

আ: সামাদ মোল্লা অর্জুন, দ: পাড়া ০১৭২৭৬২৬৮৯৪	**মো: মাসুম** হাররদিয়া, পৌরসভা, মনোহরদী ০১৭৯৭৪৯৮৫৪৩	**আবুল কাশেম** হাররদিয়া, পৌরসভা, মনোহরদী ০১৩০৭১৬৬১১৫
সুরমা আক্তার অর্জুনচর, পৌরসভা, মনোহরদী ০১৭৩৬৩৭৩৮৬২	**আর হাইলীনু** চন্দনবাড়ি, চরপাড়া, পৌরসভা, ০১৭১৩৫০৮৩৪০	**আ: সামাদ মোল্লা** চন্দনবাড়ি, চরপাড়া, পৌরসভা, ০১৭২৭৬২৬৮৯৪
মো: নুরুল ইসলাম চন্দনবাড়ি, পৌরসভা, মনোহরদী ০১৭৭৭০৩০১০৫	**মো: খলিলুর রহমান** চন্দনবাড়ি, চরপাড়া, পৌরসভা, মনোহরদী ০১৭৬০৩৭৮৮২০	**মো: খলিলুর রহমান** চন্দনবাড়ি, চরপাড়া, পৌরসভা, মনোহরদী ০১৬৩১৬২০১৯৬
সিরাজ উদ্দিন চালাকচর, মনোহরদী ০১৭৩২৯৭১৪২২	**রাজু মিয়া** চালাকচর, মনোহরদী ০১৭৩১৭২৬৭৯৫	**মো: কাজল মিয়া** গৌড়ীভাংগা, খাড়াব, মনোহরদী ০১৭১২৭৯৯০৩৮
মো: জহিরুল ইসলাম গৌড়ীভাংগা, খাড়াব, মনোহরদী ০১৬২১২৭২৬৪০	**মো: জাকিরুল ইসলাম** বড় মির্জাপুর, খাড়াব, মনোহরদী ০১৮২৪৬৩৩৭৭২	**মো: মোস্তফা** নরান্দী, মনোহরদী ০১৪০৯২৬৩৪২২
আ: খালেক নারান্দী, মনোহরদী ০১৭৫৯৫১১৪২০	**মো: মুকুল খন্দকার** নারান্দী, মনোহরদী ০১৭৫৯৫১১৪২০	**মো: মোকলেছুর রহমান** দিঘাকান্দি, মনোহরদী ০১৯১৯৬৯৯৫৯৯
আসাদ নারান্দী, মনোহরদী ০১৭৬১৮৮৬৩১৪	**রবিন মিয়া** হিতাশী, নোয়াদিয়া ০১৭২৬৫২৬৭৭৮	**মাসুদুর রহমান** নোয়াদিয়া, মনোহরদী ০১৮৮৬০২০২৭৪
মো: কাজল মিয়া গৌড়ীভাংগা, খাড়াব ০১৭১২৭৯৯০৩৮	**মো: জহিরুল ইসলাম** গৌড়ীভাংগা, খাড়াব ০১৬২১২৭২৬৪০	**মো: জাকিরুল ইসলাম** গৌড়ীভাংগা, খাড়াব ০১৮২৪৬৩৩৭৭২
মো: সোহেল আকন্দ নলুয়া মধ্যপাড়া, নলুয়া ০১৬১১২৩২৮৫০	**মো: নুরুল ইসলাম** নলুয়া মধ্যপাড়া, নলুয়া ০১৮১১৮৮০২৬৫	**ফরিদা আক্তার** নলুয়া মধ্যপাড়া, নলুয়া ০১৭১৫৮৬৫৭৯০
ফরিদা আক্তার নলুয়া মধ্যপাড়া, নলুয়া ০১৭৪১১০১৯৯৮	**ওসমান শেখ** পীরপুর, বীরআহম্মদপুর ০১৭৩১৫০১৩২	**মো: ফাইজ উদ্দিন** নুর আহম্মদপুর, রামপুর ০১৭১৩৫২১৮৩৮
মো: নজরুল ইসলাম প: রামপুর ০১৭৫৬০৭৭৩৭৪	**মো: মাহফুজুল হক** গোখলা ০১৭১১০২৪৯৮২	**আ: হক মিয়া** গোখলা ০১৭২৮২১১৪৭২
মাসুদ মিয়া গোতাশিয়া ০১৭৩৩৫৯৭২১১	**নাইম আকন্দ** গোতাশিয়া ০১৭৮০১১৫২২৫	**মো: আবুল মান্নান** গোতাশিয়া ০১৭২৯৩২২৩৫৯
আব্দুল কাদির ডোয়াইগাঁও, গোতাশিয়া ০১৭২০৬৭৯৮২৩	**নূরুল ইসলাম** ডোয়াইগাঁও, গোতাশিয়া ০১৭২০৩৬৯৭৯২	**মো: আক্তার হোসেন** অর্জুন, দ:পাড়া ০১৭৪৯৭৫০২৯৯

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস–সিডিপি–ক–১১৯৬/২৩-২৪/শিল্প–০৮-০২-২০২৪–২০০টি বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.
2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.
3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   150, Government New Market, Dhaka.
4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka.
5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.
6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.
7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kushtia.
8. Messrs Current Book Stall,
   Jessore Road, Khulna.
9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.
10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.
11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: **Dr. Mohammad Mofizur Rahman,** Deputy Director (Deputy Secretary),
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary),
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.